অঙ্কুর

Desktop Bulletin of

Socio Economic Empowerment with Dignity and Sustainability (SEEDS)

কক্সবাজার ▸▸ ১৪তম সংখ্যা ▸▸ জানুয়ারী, ২০১৬ ইংরেজি ▸▸ মাঘ ১৪২২ বাংলা

সিডস প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

২০১৬ সালে জানুয়ারী মাসে ২৯টি মক্তব ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু হয়েছে।

স্ট্রম ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত সিডস প্রকল্পের কক্সবাজার জেলার তিনটি উপজেলা যথাক্রমে কক্সবাজার সদর উপজেলা,রামু এবং পেকুয়া উপজেলার পিছিয়ে পড়া ১২টি ইউনিয়নে শুরু হয়েছে ২৯টি মক্তব ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু বিকাশ কেন্দ্র। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে রয়েছে ২৮ থেকে ৩০ জন করে ৫+ শিক্ষার্থী। সর্বমোট ২৯টি কেন্দ্রে শিক্ষার্থী রয়েছে ৮৭৭জন। প্রত্যেকটি কেন্দ্র সিলেকশান, শিক্ষার্থী বাছাই থেকে শুরু করে সহায়ক নির্বাচন সবকিছু হয়েছে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রের অধিকাংশ শিক্ষার্থী গুলো ভোর ছয়টায় ঘুম থেকে ওঠে চলে আসে আরবী পড়ার জন্য । মক্তব কেন্দ্র গুলো চলে ভোর ৬টা হতে ৮টা পর্যন্ত। মক্তব শেষ করে চলে যায় তারা যার যার বাড়িতে। ৮টা হতে ৯টা এই এক ঘন্টা তারা গোসল এবং সকালের নাস্তা এবং অন্যান্য কাজ শেষ করে আবার ও চলে আসে মক্তব কেন্দ্রে। সকাল ৯টা হতে ১১.৩০ পর্যন্ত চলে প্রাক-প্রাথমিক শিশু বিকাশ কেন্দ্র গুলো।শিক্ষার্থীরা আরবী পড়ার পাশাপাশি সুযোগ পায় বাংলা,অংক এবং ইংরেজী শেখার।তাদেরকে এক বছর পাঠদানের মধ্য দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। তারা চিনতে এবং লিখতে পারে স্বরবর্ণ,ব্যঞ্জন বর্ণ, ইংরেজী বর্ণমালা সমূহ, আবৃত্তি করতে পারে বিভিন্ন ছড়া অভিনয়ের মাধ্যমে। সর্বোপরি স্কুলে যাওয়ার এক ধরনের অভ্যাস তৈরী হয় তাদের মধ্যে।স্কুলে যাওয়ার ভীতি দূর হয়। মক্তব কেন্দ্রের সহায়ক যদি সে দাখিল অথবা আলীম পাশ হয়ে থাকেন তাহলে কমিউনিটি আলোচনার ভিত্তিতে তাকে প্রাক-প্রাথমিক শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়ক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ২৯টি কেন্দ্রের ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী সরকার কতৃক প্রণীত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর নতুন বই হাতে পেয়েছে। উক্ত বই গুলো স্ব স্ব উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে আমাদের এস,আর,জি গ্রুফ গুলো যোগাযোগ করে সংগ্রহ করেছে।

ব্রিজ স্কুলের ১২৭ জন শিক্ষার্থী পুণরায় ফিরে গেছে মূল ধারার সরকারী স্কুলে।

২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে সিডস প্রকল্পের আওতাধীন ৮টি ব্রিজ স্কুল শুরু হয়েছিল। এই আটটি কেন্দ্র শেষ হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫। ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী হতে বিভিন্ন বছরে ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে এই ব্রিজ স্কুল শুরু করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে ১৫-১৬ জন শিক্ষার্থী থাকে। কেন্দ্র শুরু হয় সকাল ৯টায় এবং শেষ হয় দুপুর ২টায়। ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে এক বছর স্ব স্ব শ্রেণীর পাঠদান করানো হয় আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে।ব্রিজ স্কুল চলাকালীন শিক্ষার্থীরা প্রথম এবং দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা দেন মূলধারার স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে বসে মূলধারার সরকারী স্কুলে। যেহেতু তারা স্কুল ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থী তাই দেখা গেছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী

অংক এবং ইংরেজী বিষয়ে খুবই দুর্বল। দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে আলাদা করে যে বিষয়ে দুর্বল সে বিষয়ের উপর আলাদা যত্ন নেয়া হয়। বছর শেষে নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদেরকে মূলধারার সরকারী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। ২০১৫ সালের ১২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২৭ জন শিক্ষার্থী সরকারী মূলধারার স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। ১২৭ জন শিক্ষার্থীকে ২০১৬সালে আবার এক বছর ব্যাপী কোচিং সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে। স্কুলের পড়া গুলো কোচিং এর মাধ্যমে সহযোগীতা করা হয়। কোচিং সাপোর্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজী এবং অংক বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে নজর দেয়া হচ্ছে। ব্রিজ স্কুলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ড্রপ আওট কমানো।ব্রিজ স্কুলের মাধ্যমে যে শিক্ষার্থী গুলো পুণরায় স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে তারা পুণরায় স্বপ্ন দেখা শুরু করছে জীবনের লক্ষ্যে পৌছার এবং নিজের জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার।

স্ট্রম ফাউন্ডেশনের ও কোস্ট কর্মকর্তাদের সিডস প্রকল্প পরিদর্শন।

সিডস প্রকল্পের নরওয়ে ভিত্তিক দাতা সংস্থা স্ট্রম ফাউন্ডেশনের

ঢাকা অফিসের কর্মকর্তারা জানুয়ারী ১২-০১-১৬ হতে ১৪-০১-১৬পর্যন্ত মোট তিন দিন ব্যাপী সিডস প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। স্ট্রম ফাউন্ডেশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হেড অপ প্রোগ্রাম জনাব,মিজানুর রহমান, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর প্রোগ্রাম জনাব সনজিত লিও গমেজ এবং কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী ও সহকারী পরিচালক জনাব,মুজিবুল হক মুনির। পরিদর্শনকালে তারা সংলাপ,সংলাপ-২,ব্রিজ স্কুল এবং কোয়ালিটি স্কুল সমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন তারা প্রকল্পটি যেন আর ও ভাল ভাবে চলে সে ব্যাপারে আমাদেরকে গঠনমূলক পরামর্শ দেন। কোয়ালিটি স্কুলের এস,এম,সি সদস্যদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর উপর জোর দেন। তারা যেন স্কুলের কার্যক্রমে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করে স্কুলের মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন।

সিডস প্রকল্পের সকল কর্মীদের নিয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৬ সম্পন্ন

গত ২১শে জানুয়ারী কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সারাদিন ব্যাপী সিডস প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম পরিকল্পনা সভায় ২০১৬ সালের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কি কি কাজ করা হবে,কখন করা হবে, কারা এর দায়িত্বে থাকবে, এবং কোন কাজের বাজেট কত সকল বিষয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই ২০১৬ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাটি শেষ করা হয়। সিডস প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা আশা করছেন এই কর্মপরিকল্পনাটি করার ফলে ২০১৬ সালের কিকি কাজ করা হবে এবং কখন করা হবে তা সবার কাছে সু স্পষ্ট হয়ে গেছে। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কাজ সঠিক সময়ে আমাদের সভায়কে শেষ করতে হবে। এবং প্রতি মাসে এর অগ্রগতি রিপোর্ট মাসিক মিটিং এ উপস্থাপন করতে হবে উপজেলা ভিত্তিক।

সিডস লক্ষ্যিত পরিবারের এ্যকশান প্লান রিভিউ

সিডস প্রকল্প তিনটি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে ৩৫০০ হত দরিদ্র পরিবারের সাথে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই পরিবার গুলোর সাথে সিডস প্রকল্প কাজ শুরু করেছে ২০১৪ সালের জুন মাসে। এবং আশা করা হচ্ছে তারা ২০১৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর এর মধ্যে অর্থনৈতিক এবং

সামাজিক ভাবে অনেক বেশী এগিয়ে যাবে এবং পরিবার ও সমাজ উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। ২০১৫ সালে তারা যে সকল স্বপ্নগুলো দেখেছিল সেই সকল স্বপ্নের মধ্যে অনেক গুলো স্বপ্ন তারা পূরণ করতে পেরেছ এবং যে সকল স্বপ্ন এবং কাজ তারা ২০১৫ সালে করতে পারে নি সেই সকল কাজ এবং পরিকল্পনা সমূহ ২০১৬ সালে শেষ করতে পারবে বলে তারা আশা করছে।সেই লক্ষ্যে উক্ত পরিবার গুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

জারিয়া সংলাপ কিশোরীদের জীবন পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে

জারিয়াতাবাচ্ছুম,বয়স,১৯পিতা:মো:ইদ্রিস,মাতা,রহিমা বেগম,গ্রাম লামারপাড়া, কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন,রামু, কক্সবাজার। জারিয়ার পরিবারে তারা দুই ভাই এবং তিন বোন। জারিয়া সবার বড়। তার অন্য দুই বোনের মধ্যে একজন নবম শ্রেণীতে পড়ে এবং অন্যজন পঞ্চস শ্রেণীতে পড়ে। তার ছোট দুই ভাই পাশ্ববর্তী

মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। জারিয়া ২০১৩ সালে কাউয়ারখোপ লামার পাড়া সংলাপের একজন কিশোরী ছিল। সে এক বছর কিশোরী সংলাপের সাথে থেকে জীবন সম্পৃক্ত নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন হয়েছে। বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষন পেয়েছে যেমন বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, ছাগল পালন,গরু পালন এবং এক মাস ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ। সে সংলাপ শেষ করে পুণরায় স্কুলে ফেরত গিয়ে ২০১৪ সালে এস,এস,সি পাশ করে। জারিয়া ২০১৫ সালে সংলাপের মৌলিক প্রশিক্ষন শেষ করে সংলাপ এনিমেটর হিসেবে লামারপাড়া সংলাপ পরিচালনা করে যাচ্ছে অত্যন্ত সফলতার সাথে। যেহেতু সে সংলাপ কিশোরী ছিল তাই সে অত্যন্ত সফলতা এবং দক্ষতার সাথে সংলাপ চালানোর পাশাপাশি কিশোরীদের সাথে অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

যোগাযোগঃ

.....

কোস্ট ট্রাস্ট, সিডস প্রোগ্রাম, কোস্ট কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ফোন: ০৩৪১-৬৩১৮৬, ফ্যাক্স: ০৩৪১-৬৩১৮৯, মোবাইলঃ ০১৭১৩-৩২৮৮২১, ০১৭১৩-৩৬৭৪৩৪

ই-মেইল:

web: www.coastbd.net